দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

03

কুমিল্লা : গ্রেফতারকৃত অধ্যাপক রেহান উদ্দিন (বসা), পরীক্ষার্থিনী ফৌজিয়া পারভীন, মোবারক হোসেন ও তাজুল ইসলাম, ডানে দাঁড়ানো অধ্যাপক বাশার খান।

স্নাতক পরীক্ষার খাতা নিয়ে জালিয়াতি

পরীক্ষক পরীক্ষার্থীসহ গ্রেফতার ৬

॥ নুরুর রহমান ॥

কুমিল্লা, ৭ই ফেব্রুয়ারী।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস) পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিশ ৩ জন অধ্যাপক ও ১জন ছাত্রীসহ অপরাধী চক্রের ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে শহরের পৌরপার্ক সংলগ্ন একজন অধ্যাপকের বাসস্থানে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার খাতায় নতুন উত্তর লেখার সময় পুলিশ পরীক্ষার্থিনী নিমসার কলেজের ছাত্রী ফৌজিয়া পারভীনকে (রোল নং ১৪১৮, কেন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজ) গ্রেফতার করে। পুলিশ এই কক্ষে অবস্থানরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সমাজ কল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষক কুমিল্লা অজিতগুহ কলেজের অধ্যাপক রেহান উদ্দিনকেও একই সঙ্গে গ্রেফতার করে এবং ঐ কক্ষে সে সময় উপস্থিত পরীক্ষার্থিনীর ভগ্নিপতি তাজুল ইসলাম ও অপর এক ব্যক্তি মোবারক হোসেনকেও আটক করেছে।

কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে একই রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ পদুয়ার বাজার (?) গাছা কলেজের অধ্যাপক বাশার খান ও লালমাই কলেজের অধ্যাপক কানন চন্দ্র সাহাকে গ্রেফতার করে।

অধ্যাপক বাশার খানও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

খাতা জালিয়াতি

(১ম পাতার পর)

কল্যাণ বিষয়ের একজন পরীক্ষক। উক্ত পরীক্ষার্থিনীর খাতাটি বাশার খানের নামে বরাদ্দ ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, রেহান উদ্দিন ও বাশার খান পরস্পর পরীক্ষার খাতা আদান প্রদান করতেন। তারা দু'জনই এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ের খাতা পেয়েছেন।

পুলিশ ঐ ২ জন অধ্যাপকের কাছ থেকে বেশকিছু উত্তরপত্রও উদ্ধার করে। এসব উত্তরপত্রের মধ্যে অনেকগুলোর কভার পৃষ্ঠা ছেঁড়া, কোন কোনটির মধ্যে কেন্দ্রের সীলমোহরও নেই। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্রও উদ্ধার করেছে, যাতে একটি সংগঠিত চক্রের হদিস মেলে।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন থেকে এই অপরাধী চক্রটি অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার খাতা নতুন করে লেখা এবং পাস করিয়ে দেয়ার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এব্যাপারে তদন্ত চলছে। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে অনেকের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে।